# স্বপ্নের লে-লাদাখ

ছন্দা চট্টোপাধ্যায়

পুনশ্চ

# ভূমিকা

ছোটোবেলায় যখন শঙ্কু মহারাজের লেখা ভ্রমণ-উপন্যাস 'বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা' পড়ে অবাক এবং মুগ্ধ হয়েছিলাম, তখন আমর ভ্রমণের ঝুলিতে আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি ঘোরার সামান্য সঞ্চয়। তখনি হয়তো হৃদয়ের নিভৃতে একটা প্রেরণা বাসা বেঁধেছিল—বড়ো হয়ে সারা পৃথিবী না হোক, অন্তত নিজের দেশ ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াব আর ফিরে এসে ভ্রমণ-উপন্যাস লিখে পাঠকের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করে নেব। আমার সৌভাগ্য সংসারের পাকদণ্ডীতে আমার ভ্রমণপিপাসু মনটা হারিয়ে যায়নি। তার বড়ো একটা কারণ পারিবারিক সহযোগিতা।

প্রথমবার যখন কাশ্মীর বেড়াতে যাই, তার আগে কার্গিল-যুদ্ধ হয়ে গেছে। আতঙ্কিত মানুষ কাশ্মীর ভ্রমণে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। আমরাও খানিকটা ভয়ে-ভয়ে ওখানে গেছিলাম। কিন্তু দু-একদিনেই বুঝতে পারলাম ট্যুরিস্টদের কোনো সমস্যাই নেই। শুধু সৌন্দর্য নয়, সাধারণ মানুষ এত সহজ সরল আবেগপ্রবণ এবং অতিথিপরায়ণ, বারবার আসতে ইচ্ছে করে। ফিরে এসে লিখেছিলাম আমার প্রথম ভ্রমণ- উপন্যাস 'হ্যালো কাশ্মীর'।

কাশ্মীরের আকর্ষণ দুর্নিবার। তাই আবার ঘুরে এলাম শ্রীনগর থেকে কার্গিল হয়ে লে-লাদাখ। ভয়ংকর সুন্দরের অনির্বচনীয় সহাবস্থান নিজের চোখে না দেখলে উপভোগ করা যায় না। 'স্বপ্নের লে-লাদাখ' ভ্রমণ-উপন্যাসে সেই সুন্দরের জয়গান। এখন প্রচুর ভ্রমণকাহিনী ছাপা হয়। সেখানে তথ্যপঞ্জী, হোটেলের খবর ইত্যাদি সব পাওয়া যায়। কিন্তু আমার মনে হয় গল্প বা উপন্যাসের মাধ্যমে যদি উপস্থাপনা করা হয়, তাহলে পাঠকের কাছে একই সঙ্গে গল্প পড়ার আনন্দ এবং ভ্রমণ-সংক্রান্ত তথ্য দুটোই পৌঁছে দেওয়া হয়। 'স্বপ্নের লে-লাদাখ' ভ্রমণ উপন্যাসে বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন পেশার বিভিন্ন মানসিকতার চোদ্দজন মানুষের একসঙ্গে পথচলার গল্প। গল্পের সাথে সাথে সবরকম তথ্য। পাঠকমহলে সমাদৃত হলে আমার প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

বইমেলা, ২০১৫ — ছন্দা চট্টোপাধ্যায়

যাবার কথা ছিল তিরিশ জনের। মাইনাস হতে হতে শেষপর্যন্ত ঠেকেছে চোদ্দোয়। ফিফটি পারসেন্টেরও বেশি ক্যানডিডেট অফ হয়ে গেল দেখে 'সংহতি' ক্লাবের সেক্রেটারি তথাগত রায় বলল, এবারের প্ল্যানটা বরং বাতিল করাই ভালো মনে হচ্ছে, বুঝলি তুলি!

বাবার কথা শুনে রাগে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বালা করে উঠল তুলির।

আসলে এই ট্যুরের মূল উদ্যোক্তা তথাগতবাবুর মেয়ে তুলি। সবে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করলেও তুলি এমন একটি মেয়ে, যার যে-কোনো কাজ করার ব্যাপারে আগ্রহ, উদ্যম এবং ডেডিকেশনের তুলনা নেই। অবশ্য কাজটা নিজের মনের মতো হওয়া চাই। আর এক্ষেত্রে এই লে-লাদাখ বেড়াতে যাবার প্রস্তাবটা তারই ছিল। প্রস্তুতি প্রায় শেষ। সেই ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি ক্লাবের প্রথম পুজোর মিটিং-এ ক্লাব থেকে কোথাও বেড়াতে যাবার একটা প্রস্তাব রেখেছিল তুলি। ঘণ্টা দুয়েকের আলাপ-আলোচনার পরে তুলির প্রস্তাব মঞ্জুর হয়েছিল। অত্যন্ত উদ্দীপনা এবং উচ্ছ্বাসের সঙ্গে ঠিক হয়েছিল—মে মাসের শেষাশেষি লে-লাদাখ যাওয়া হবে। কারণ অফিসিয়ালি মে মাসের ফার্স্ট উইকে শ্রীনগর-লে সড়ক খুলে যায় বলা হলেও রাস্তা ঠিকঠাক হতে আরও দিনপনেরো লেগে যায়। এসব তথ্য তুলি আগেই ফোনে জেনে নিয়েছিল খোদ শ্রীনগরের ড্রাইভার মেহরাজের কাছে। দু-বছর আগেই ওরা তিনজন মা-বাবা-মেয়ে ঘুরে এসেছে গুলমার্গ-সোনমার্গ-পহেলগাঁও এবং শ্রীনগর। প্রথমবার কাশ্মীর বেড়াতে গেলে সবাই এরকম প্রোগ্রামই করে। তখনই মেহরাজের সঙ্গে পরিচয়। যেমন ভালো ড্রাইভার তেমনি ভালো মানুষ। সেজন্যে এখনও ওর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ আছে তুলিদের।

তুলির প্রস্তাব শুনে সেদিন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট মণিময় মুখার্জি বলেছিল, তোর প্রস্তাবটা দারুণ রে তুলি। যদিও আমার যাবার উপায় নেই যেহেতু হৃদয়ের চোখরাঙানি আছে। তবে আমার যাবার সৌভাগ্য না হলেও তোরা ঘুরে আয়। শুনেছি সে নাকি ভয়ংকর সুন্দর। লে-লাদাখ ঘোরা মানে স্বর্গের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া। হয়তো সেই কারণেই কাশ্মীরকে ভূস্বর্গ বলা হয়। সে যাই হোক, কমিটির কাছে আমার একটা আবেদন আছে। এই

ট্যুরের সব বন্দোবস্ত আমাদের ইয়ং স্কোয়াডের হাতে ছেড়ে দেওয়া হোক। তুলি, বিল্টু, বনি—এদের ওপরে ভার দেওয়া হোক। সুপারভিশন করবে আমাদের জয়েন্ট সেক্রেটারি অনিক আর দোয়েল। মোটকথা আমার মনে হয় এরা এই কাজটা যথেষ্ট ভালো করতে পারবে।

কলকাতার পুরোনো অভিজাত ক্লাবগুলোর অন্যতম 'সংহতি' ক্লাব। পরিবেশ পরিস্থিতি সময়—এসব বদলে গেলেও অনেকেই পুরুষানুক্রমে যুক্ত আছে এই ক্লাবের সঙ্গে। আর অভিজাত হলেও একটা ঘরোয়া ইমেজ আছে এই ক্লাবের। পারস্পরিক সমঝোতার জায়গাটা খুব মজবুত।

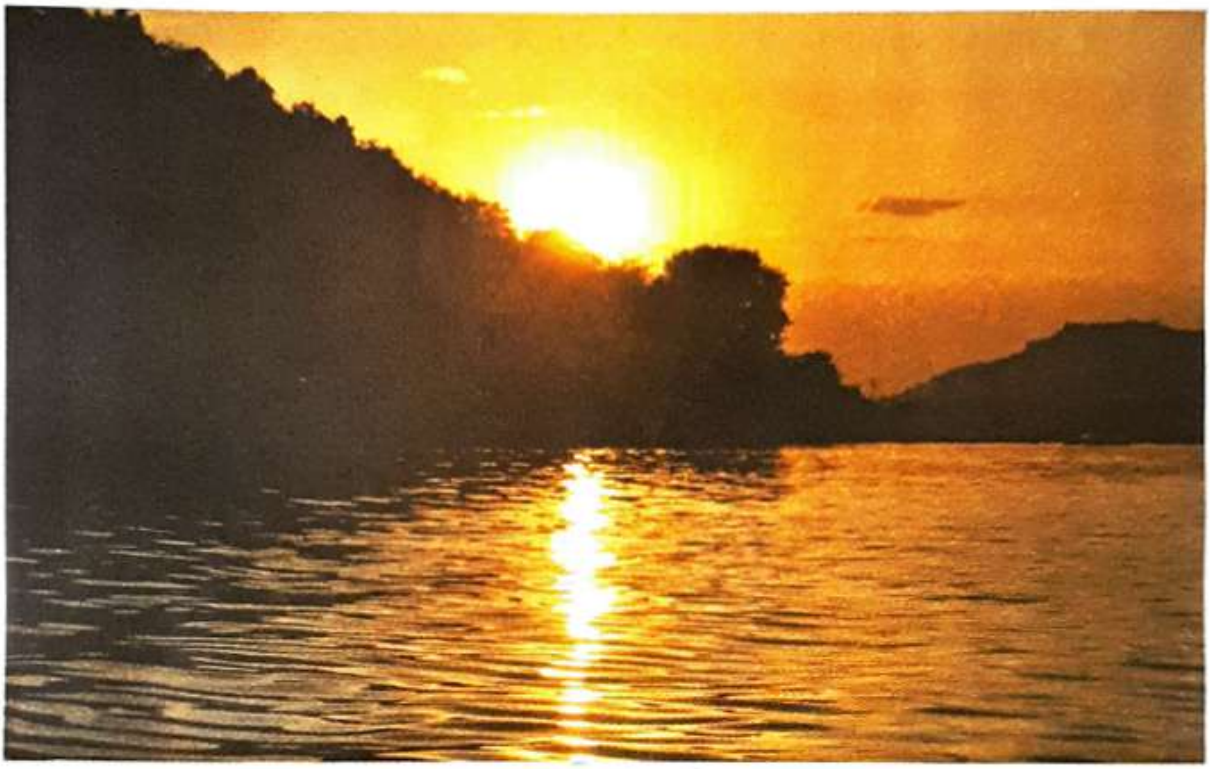

ডাল লেখে সূর্যাস্ত, শ্রীনগর

জমকালো দুর্গাপুজো করা ছাড়াও সারাবছর এদের আরও অন্যান্য গঠনমূলক কাজকর্ম চলে। ক্লাবের মহিলা সদস্যরা অভাবী মহিলাদের হাতের কাজ, রান্নাবান্না ইত্যাদি শেখায়। সপ্তাহে তিনদিন দু-ঘণ্টা করে পথশিশুদের পড়ানো হয়। ছোটো-বড়ো সকলেই পড়ানোর দায়িত্বে। সপ্তাহে দুদিন যোগ-ব্যায়ামের ক্লাস হয়। এছাড়াও নানারকমের সমাজসেবামূলক কাজ এরা করে থাকে।

অনেক আগে থেকে টিকিট কাটলে সস্তা হবে বলে মার্চের গোড়াতেই প্লেনের টিকিট কাটা হয়ে গেছে। শ্রীনগরে এক রাত হল্ট করে পরদিন সকালে বাই রোড শ্রীনগর থেকে লে, ভায়া কার্গিল যাবার কথা। ফেরার

পথে লে থেকে প্লেনে সরাসরি ভায়া দিল্লি কলকাতা ফেরার কথা। অতগুলো টিকিট একই ফ্লাইটে যদি না পাওয়া যায় তাছাড়া শ্রীনগর, কার্গিল, লে—তিন জায়গায় হোটেলে অতগুলো ঘর বুক করা বিশেষ করে কার্গিলের হোটেলে—এসব ঝামেলা এড়াতে একটা নামি ট্র্যাভেল এজেন্সির সাহায্য নিয়েছে ওরা। সেই মার্চ মাসে টিকিট কাটা হোটেল-বুকিং সবকিছু হয়ে গেছে। মে মাসের ২৩ তারিখে রওনা হয়ে ৩১ তারিখে ফেরার কথা। আর মে মাসের ফার্স্ট উইকে সব একে একে জবাব দিচ্ছে। কারোর জরুরি কাজে বিদেশ যেতে হবে, কারোর বাবা নার্সিংহোমে ক্রিটিক্যাল, কারোর

ডাল থেকে শিকারা, শ্রীনগর

ছেলে আসছে আমেরিকা থেকে—এরকম হাজারটা ঝামেলা। তুলি ভাবছিল—হঠাৎ প্রবলেম তো হতেই পারে যে-কোনো মানুষের। যার প্রবলেম হবে সে যাবে না। কিন্তু যারা যাবার জন্যে রেডি—তারা যাবে না কেন!

ঠিক সেই কারণে বাবার কথায় অত্যন্ত বিরক্ত এবং হতাশ হয়ে তুলি বলল, বাবা, তুমি ক্লাবের সেক্রেটারি। তুমি যদি মনে করো বিশেষ কারণে যারা যেতে পারছে না তাদের জন্যে তোমার ত্যাগ স্বীকার করা উচিত, তাহলে তুমি যেয়ো না। মা কি করবে মা জানে। মোটকথা আমরা যে কজন এই ট্যুরের পিছনে প্রচুর সময় এবং এনার্জি ব্যয় করেছি, আমরা যাবই। সেখানে ব্যাগড়া দিয়ো না প্লিজ!

তুলির মা রাধা বলল, আমি বাবা আমার মেয়ের দলে। শোন তুলি, ফাইনালি জেনে নে ভালো করে—আর কেউ ক্যানসেল করতে চায় কিনা। ইমিডিয়েট প্লেনের টিকিট ক্যানসেল করতে হবে। হোটেলে ঘরের বুকিং ক্যানসেল করতে হবে। যদিও হোটেল বুকিং ক্যানসেল করা মনে হয় না সম্ভব হবে। তবু চেষ্টা তো করতে হবে। টাকার পরিমাণও তো কম নয়। তোর বাবার কথা ছাড়। এখন যা যা করা দরকার সেই ব্যাপারে মন দে। আর ফাঁকে ফাঁকে সুটকেস গোছা। গাদা-গুচ্ছের জিনিসও তো সঙ্গে নিতে হবে। যা লিস্ট ধরিয়েছিস, তাতে মনে হচ্ছে চাঁদে যাওয়াও বোধহয় এর চেয়ে সহজ। বেশ রোমাঞ্চকর কিন্তু।

॥ ২ ॥

ইনটারনেটের কল্যাণে আজকাল বিরাট সুবিধা। চটজলদি জেনে নেবার এমন মাধ্যম থাকলে কোনো অসুবিধাই তেমন অসুবিধা বলে মনে হয় না। নেট ঘেঁটে ঘেঁটে তুলির তো কাশ্মীর তথা লে-লাদাখের যাবতীয় তথ্য নখদর্পণে। প্রশ্ন কমপ্লিট করার আগেই ঝটাঝট উত্তর বেরিয়ে আসছে তুলির মুখ থেকে।

যেমন :

(১) আগে পুরোটাই লাদাখ ডিস্ট্রিক্ট ছিল। কাজের সুবিধার জন্যে বিশাল লাদাখ জেলাকে বর্তমানে কার্গিল আর লে-কাশ্মীরের দুটো আলাদা জেলা হিসেবে ভাগ করা হয়েছে। আর লে হচ্ছে জেলাশহর।

(২) কার্গিলের উচ্চতা নয় হাজার সাতশো ফুট। লে-র উচ্চতা প্রায় বারো হাজার ফুট।

(৩) লে-তে মে মাসের শেষে তাপমাত্রা ৫ ডিগ্রি থেকে ২২ ডিগ্রির মধ্যে ওঠানামা করে। সূর্য ডোবে প্রায় রাত আটটায়। সানসেট-এর পরেই দুম করে নেমে যায় তাপমাত্রা। রোদের তাপ অত্যন্ত বেশি। আলট্রা-ভায়োলেট রে থেকে বাঁচতে এবং গরম বা ঠান্ডা হাওয়া থেকে বাঁচতে ফুলহাতা জামা বা উইন্ড-চিটার পরা খুব দরকার। সান-বার্ণ থেকে বাঁচতে বেশি শক্তির সানস্ক্রিন লোশন মাখা দরকার। চোখ বাঁচাতে ইউ ভি প্রোটেকটর সান-গ্লাস খুব জরুরি।

(৪) শীতের পোশাক খুব বেশি দরকার নেই।

(৫) শুকনো খাবার-দাবার এবং খাবার জল সঙ্গে রাখা প্রয়োজন।

(৬) উচ্চতার জন্য মাথা ঘোরা, গা-বমি, মাথাধরা, হিল-ডায়োরিয়া, শ্বাসকষ্ট —এসব হতে পারে। প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র সঙ্গে রাখা বিশেষ দরকার।

(৭) পরিবেশ-সুরক্ষার জন্য এবছর মিনারাল ওয়াটার ব্যানড করা হয়েছে লাদাখে। হোটেল থেকে বা অন্য কোনো উপায়ে খাবার জলের ব্যবস্থা করা দরকার। একই কারণে ইলেকট্রনিক বর্জ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য রি-চার্জেবল ব্যাটারি সঙ্গে নেওয়া ভালো।

সোনামার্গ থেকে কার্গিলের পথে

(৮) সেলফ-আইডেনটিটি প্রুফ অর্থাৎ ভোটার আইডি বা পাসপোর্ট—সবসময় সঙ্গে রাখতে হবে।

(৯) অলটিটিউড এফেক্ট এ্যাডজাস্ট করার জন্য ধাপে ধাপে ওপরে ওঠাই ভালো। তা নাহলে এয়ার-প্রেসার ক্লাইমেট-ডিফারেন্স এবং বেশি উচ্চতার জন্যে অক্সিজেন কম থাকায় অসুস্থ হবার আশঙ্কা। ওখানে পৌঁছোনোর পরে পুরো একদিন বিশ্রাম নেওয়া দরকার।

(১০) হার্টের পেশেন্ট এবং ক্রনিক এ্যাজমার পেশেন্টদের ওখানে যাওয়া উচিত নয়।

এসব শুনে ক্লাবের ট্রেজারার রনিত সেন বলল, কি সাংঘাতিক জায়গা রে তুলি। মনে হচ্ছে যেন কোনো এক অজানা পৃথিবীর অরবিটে গিয়ে